জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির অষ্টাদশ/১৮তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এম, মোশারফ হোসেন, মহা-পরিচালক, বিজেআরআই এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৮তম সভা গত ৫-৮-৮৯ইং (২১শে শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাং) তারিখ শনিবার সকাল ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (পরিশিষ্ট-ক) নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনিস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি আসেনি। আলোচ্য সভাতেও উক্ত কর্যবিবরণীর উপর উপস্থিত সদস্যগণ কোন আপত্তি উপস্থাপন না করে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়, তবে সাময়িক ভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সবুজ পাট (সিডিএল-১), আশু পাট (সিভিই-৩) ও জো-পাট (সিসি-৪৫) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা (বিএইউ-৬৩) যা সন্তোষজনক মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ পুনঃ আবেদনের বিষয়ে অনুরোধ জানানোর পর সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এর নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টির উপর সভার সভাপতি ডঃ মোশারফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পক্ষ থেকে জনাব এ,কে,এম, আনোয়ারুল কিবরিয়া এবং বিএডিসির পক্ষ থেকে জনাব এস,এ, মোকিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও সাময়িকভাবে অনুমোদিত জাতগুলো চূড়ান্ত অনুমোদন লাভে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দরুন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সবুজ পাট (সিভিএল -১), আশু পাট (সিভিই-৩), জো-পাট (সিসি-৪৫) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা (বিএইউ-৬৩) নামক ফসলের জাতগুলো বাংলাদেশে চাষাবাদ কর্মসূচি থেকে বাতিল করার পক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাই এর একটি জাত বারিমাস (এমএকে-১) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাই এর জাত বারিমাস (এমএকে-১) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয় ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের জনাব এ কে এম আনোয়ারুল কিবরিয়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনাব এম এ মোকিত, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এম মতিউর রহমান অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা এবং বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটিকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন-ফার্ম ডিভিশনের গবেষণা উপাত্ত (ডাটা) বা কৃষকদের মাঠে প্রদর্শনীমূলক চাষাবাদ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন না করার দরুন পরবর্তীতে এ সব তথ্যাদি কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার বিষয়ে একমত হয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাই এর জাত বারিমাস এর অনুমোদনের জন্য অন-ফার্ম গবেষণার বা কৃষকদের মাঠে ট্রায়েলের উপাত্তসহ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউনের দু'টি জাত যথাক্রমে কিষাণ ও তিতাস এর অুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কাউনের দু'টি জাত কিষাণ (বগুড়া-১) এবং তিতাস এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ মোঃ হেলালুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনাব এম,এ,সাত্তার এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ কাউনের দু'টি জাতের মধ্যে তিতাস নামের জাতটি তুলনামূলক হেক্টর প্রতি ফলন বেশী হওয়ায় বাংলাদেশে চাষাবাদের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ড এর নিকট সুপারিশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশে কাউনের কোন অনুমোদিত জাত নেই বিধায় এবং কাউনের জাত তিতাস এর ফলনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ জাতটির চাষবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করার স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনার নতুন জাত তুষার এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চিনার জাত তুষার এর উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ আমীরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব ডঃ হেলালুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনাব ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনাব আঃ সাত্তার এবং সভাপতি মহোদয়। আলোচনায় জানা যায় বাংলাদেশে চিনার কোন অনুমোদিত জাত নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটির বাংলাদেশে চাষাবাদের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ চিনার জাত তুষার এর চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।
আলোচনা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

. সভাপতির পক্ষে/ ড.এম. মোশারফ হোসেন
কারিগরি কমটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট

পরিশিষ্ট-ক
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১।	ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি	"
২।	মোঃ আমীরুল ইসলাম	পরিচালক (গবেষনা), বিএআরআই	"
৩।	মোঃ আঃ সাত্তার	অতিঃ পরিচালক, সরেজমিন শাখা, ডিএই	"
৪।	এম.এ মোকিত	প্রঃ ব্যবস্থাপক (বাউ), বাঃকৃঃউঃ কর্পোরেশন	"
৫।	ডঃ মোঃ হেলালুল ইসলাম	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, (খাদ্যশস্য) বিএআরআই	"
৬।	এ.কে.এম আনোয়ারুল কিবরিয়া	পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই	"
৭।	ডঃ মোঃ মতিউর রহমান	পিএসও (ডাল), আঃকৃঃগঃ কেন্দ্র, ঈশ্বরদী	"